বাফুফে প্রেসিডেন্টের বিবৃতি – ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সিঙ্গাপুরে জাতীয় মহিলা দল

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা দল আবারও একটি অর্জন নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। ফিফা র‍্যাঙ্কিং এর উপরের দিকে থাকা মালয়শিয়া এবং সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দলটি উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। দলটি সিঙ্গাপুরের মাঠে দারুন খেলেছে এবং আমি তাদের ম্যাচের ফলাফলের থেকেও তাদের পারফর্মেন্সকে প্রাধান্য দিতে চাই। দলটি সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হচ্ছে এবং ভালো খেলছে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ।

আরও বলতে চাই, জাতীয় মহিলা দলের ২০ সদস্যের দলের মধ্যে ১৬ জনই অ১৬ দলের থেকে এসেছে। তারাই জাতীয় দলের মূল চালিকাশক্তি। অ১৬ দল এই বছরের সেপ্টেম্বরে এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল রাউন্ড খেলবে, তাই বিদেশের মাঠে এই ধরণের প্রতিযোগিতা তরুণীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করবে।

কন্ডিশানিং ক্যাম্প

জাতীয় দলের ৬১ খেলোয়াড়কে নিয়ে একটি শারীরিক কন্ডিশানিং ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে, যা শেষ হয়েছে গত ফেব্রুয়ারি ১২ তারিখে। মৌসুমের বিরতির পর খেলোয়াড়দের আবার উজ্জিবিত করা ছাড়াও, ক্যাম্পে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সকল ফুটবলারদের বিজ্ঞানভিত্তিক শারীরিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই প্রথম বারের মতো এই ধরণের বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই খেলোয়াড়রা দারুন ভাবে ক্যাম্পের কর্মকাণ্ডের সাথে মানিয়ে নিতে পেরেছে এবং পর্যায়ক্রমে উন্নতি করেছে। মৌসুম শেষে আবারও তাদের জন্য ক্যাম্প আয়োজন করা হবে এবং তারা নিজেদের শারীরিক অবস্থা তুলনা করতে পারবে। তাছাড়া, এবার খেলোয়াড়দের নানা ধরণের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, এবং ক্যাম্পে তারা বিভিন্ন বুদ্ধি পরামর্শ পেয়েছে যেন নিজেরাই নিজেদের শরীরের যত্ন নিতে পারে এবং উন্নত মানের খেলোয়াড় হিসেবে প্রস্তুত হতে পারে।

বৈজ্ঞানিক ভাবে সম্বলিত পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান ভিত্তিক ডাটা সংগ্রহের ফলে ফেডারেশান এখন দেশের খেলোয়াড়দের সাথে এশিয়ার বাকি দেশগুলোর খেলোয়াড়দের তুলনা করতে পারবে। তা ছাড়া, এইসব তথ্য ভবিষ্যতে জাতীয় দল গঠনের ক্ষেত্রেও অনেক কার্যকারী হবে। ইঞ্জুরি প্রতিকার, রিকভারি, খেলার বিভিন্ন অনুশীলন, টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটি, খেলার কৌশল, শারীরিক শক্তি এবং কন্ডিশানিং ফরম্যাট, শারীরিক পরীক্ষা এবং শারীরিক ভারসাম্য ও ফ্লেক্সিবিলিটি – এই ৮টি মূল স্তম্ভের উপর ক্যাম্পে জোর দেয়া হয়। মূল লক্ষ্য ছিল তাদের যেন স্কিল এবং শক্তি দুটোই উন্নতি হয়।

অ১৫ ট্যালেন্ট হান্ট

ঢাকাতে অ১৫ ট্যালেন্ট হান্ট শুরু হওয়ার পর অন্যান্য জেলায় ট্রায়াল শুরু হয়েছে। বাফুফের কোচরা সকল বিভাগ থেকে ২৫ সদস্যের দল গঠন করে, যারা ঢাকায় এসে একে অপরের সাথে প্লেঅফে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে বরিশাল হয় চ্যাম্পিয়ন এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ময়মনসিংহ। এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য ছিল বয়সভিত্তিক স্কাউট করে বিকেএসপি অ১৬ একাডেমীর জন্য যুবাদের বেছে নাওয়া।

মখ কাপ দল

যেসব তরুণ মালয়শিয়ার সুপার মখ কাপ প্লেট চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে, তারা প্রতিযোগিতার আগে স্বল্প সময়ের জন্য একটি রেসিডেন্সি কাম্পে ছিল। আমরা এখন থেকে যে দীর্ঘ মেয়াদের ক্যাম্পের কথা ভাবছি তারই একটি হবে এই যুবা দলের প্রশিক্ষণ। অ১৫ থেকে উঠে আসা নতুন খেলোয়াড়দের পাশাপাশি মখ কাপে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রাও বিকেএসপি একাডেমীতে অংশগ্রহণ করবে।

ফুটবল অ্যাকাডেমি

ফেডারেশান বর্তমানে বেশ কয়েকটা অ্যাকাডেমি একইসাথে চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকাডেমি বলতে আসলে এলিট খেলোয়াড় উন্নয়নের একটি সিস্টেম বোঝাচ্ছি। ফেডারেশান এখন একই সাথে অনেকগুলো বয়সভিত্তিক অ্যাকাডেমি চালাচ্ছে এবং তা চলতে থাকবে।

এলিট রসিডেন্সি প্রোগ্রামের লক্ষ্য এবং আকাডেমির যে লক্ষ্য থাকে, তা মূলত একই। তা ছাড়াও, বাংলাদেশ অ১৬ মহিলা দল এ বছরের সেপ্টেম্বরে থাইল্যান্ডে বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইং রাউন্ড খেলার জন্য রেসিডেন্সি প্রগ্রামে অংশগ্রহণ করছে বাফুফে ভবনে। তা ছারাও, জাতীয় ফুটবল দলের ৬১ জন সদস্য বিকেএসপিতে ১২-দিন ধরে একটি শারীরিক কন্ডিশানিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে। আমরা শীঘ্রই অ১৪, অ১৬ এবং অ১৯ যুবা দলের জন্য একই ধরণের কাম্প আয়োজন করব।

যে নামেই ডাকা হোক না কেন – ক্যাম্প, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ বা অ্যাকাডেমি – সকল সুযোগসুবিধা সম্বলিত রেসিডেন্সি ক্যাম্পগুলো এলিট খেলোয়াড় উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবে, এবং তা দেশের ভবিষ্যতের ফুটবলার প্রস্তুত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোচ প্রশিক্ষণ

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি আমরা আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোচ প্রশিক্ষণ শুরু করেছি এ, বি এবং সি ধাপের রিফ্রেশার কোর্স দ্বারা। সি লেভেল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৩১ জন অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৬ জন নারীও ছিলেন। এ এবং বি লেভেল কোর্স শেষ হয়েছে প্রায় ৫০ জন কোচ নিয়ে।

প্রতিটি লেভেলের জন্য ৪ ঘন্টার ক্লাস এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যা কোচিং লাইসেন্স নবায়নের জন্য বাধ্যতামূলক। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কোচ ছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে ট্যালেন্ট বের করে আনা অসম্ভব। কোচরাই তরুণদের সঠিক পথ দেখাতে পারবে এবং পারদর্শী খেলোয়াড়দের সামনে নিয়ে আসতে পারবে। সেই কথা মাথায় রেখেই বাফুফে একটি কার্যকারী কোচ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। বছর জুড়েই কোচদের জন্য ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

শেখ কামাল টুর্নামেন্ট

মার্চের ৩ তারিখ সমাপ্ত শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপে বাংলাদেশের তিনটি উঁচুমানের ক্লাব ছাড়াও কোরিয়া, নেপাল, মালদ্বীপ, কিরঘিজস্তান এবং আফঘানিস্তান থেকে ৫টি বিদেশি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। আমার প্রাণের বন্ধু কামালের নামকরণে এই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় আসরটি ছিল জমকালো এবং উত্তেজনাকর। বাংলাদেশের মাটিতে এমন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন আসলেও একটি অর্জন।

সোহরাওয়ার্দী কাপ

জাতীয় অ১৮ দলের চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হতে যাচ্ছে মার্চ ৯ থেকে। ফেডারেশান ইতোমধ্যেই প্রতিটি জেলায় কোচদের পাঠিয়েছে যেন প্রতিযোগিতার জন্য সেরা দলগুলোকে বেছে নেওয়া যায়। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এই প্রতিযোগিতা সমগ্র দেশ জুড়ে চলবে এবং

অবশ্যই দারুন ফুটবল উপহার দেবে। তার চেয়েও বড় কথা, এই প্রতিযোগিতা আমাদেরকে আরও অনেক তরুণ ফুটবলার খুঁজে বেড় করতে সাহায্য করবে।

মারসেল বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ

আমরা মারসেল বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ ২০১৫-২০১৬ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করি ফেব্রুয়ারি মাসে। ৮টি স্থানীয় দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং ফকিরাপুল ইয়াং মেন্স ক্লাব শীর্ষ স্থান অর্জন করে।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা টুর্নামেন্ট

বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ প্রাইমারি স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ড কাপ প্রাইমারি স্কুল টুর্নামেন্ট ২০১৬ শেষ হয়েছে এই মাসের শুরুতে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ফেডারেশানের আয়োজন করা এই প্রতিযোগিতা গত বছর জুড়ে প্রত্যেকটি বিভাগে আয়োজন করা হয়। তা ছাড়াও প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে, অংশগ্রহণকারী ১৭টি দলের কোচ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচের জন্য ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি ১০-১২ তারিখ পর্যন্ত। কোচদের তাদের কাজ এবং অর্জনের জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় ওয়ার্কশপ শেষে।

অ১৬ বিভাগীয় চ্যাম্পিয়নশিপ

আরেকটি বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা – অ১৬ বিভাগীয় চ্যাম্পিয়নশিপও শেষ হয় এই মাসে। এই প্রতিযোগিতাটি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশান এবং জাতীয় ক্রিরা পরিষদের একটি যৌথ উদ্যোগ ছিল।

সাইফ পাওয়ার টেক দ্বিতীয় ডিভিশান লিগ

ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা সাইফ পাওয়ার টেক দ্বিতীয় ডিভিশান লিগ ২০১৫-১৬ শেষ করি, যা শুরু হয়েছিল এ বছরের জানুয়ারিতে। সর্বমোট ১২টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিটি দল হোম এবং অ্যাওয়ে সিস্টেমে ২২টি করে ম্যাচ খেলে। তাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয় নবাবপুর ক্রিড়া চক্র এবং রানারাপ হয় কসাইটুলী সমাজ কল্যাণ পরিষদ। তবে দুটি দলকেই প্রথম ডিভিশানে উত্তীর্ণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী মৌসুমে তারা ফার্স্ট ডিভিশান লিগে খেলবে। তবে প্রান্তিক ক্রিড়া চক্র লিগ টেবিলের শেষে থাকায় তাদেরকে আগামী মৌসুমে তৃতীয় ডিভিশান লিগ খেলতে হবে।

রেফারি প্রশিক্ষণ

কোচদের মতোই আমরা রেফারিদের জন্যও একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছি যেন ফুটবল আনুসাঙ্গিক সকল দিক উন্নত করা যায়। ফেব্রুয়ারি ৯ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত চলে ‘নতুন রেফারি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৭’, যার তত্ত্বাবধায়ন করে ফেডারেশান এবং বাফুফে রেফারি কমিটি।

২৭টি জেলা থেকে প্রায় ৯০ জন নতুন রেফারি এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। সকল প্রার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।